চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি)

০৪ সেপ্টেম্বর'২০২৩খ্রি.

জ্বালানি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে ২ ওজনস্কেল চালু চসিকের

বর্জ্য পরিবহনের জ্বালানি ব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিতে দুইটি ওজনস্কেল উদ্বোধন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

সোমবার প্রায় ৯৫ লাখ টাকা ব্যয়ে আরেফিনগর আবর্জনাগার ও হালিশহরের আনন্দবাজার আবর্জনাগারে গাড়ির ওজনস্কেল দুটি উদ্বোধন করেন মেয়র।

উদ্বোধনকালে মেয়র বলেন, নগরীকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ২৮০টি গাড়ি ব্যবহার করা হচ্ছে। এ গাড়িগুলো কতগুলো ট্রিপ সম্পন্ন করেছে এবং কতটুকু বর্জ্য বহন করেছে তা ডিজিটালি হিসাব করার জন্য আধুনিক দুটি ওজনস্কেল স্থাপন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে ট্রিপ ফাঁকি দিয়ে জ্বালানিতেল চুরির সুযোগ কমবে যা জ্বালানিব্যয়ের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করবে।

উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন-চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাবু, জিয়াউল হক সুমন, আবদুল মান্নান, মো. ইলিয়াস, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আকবর আলী, শাহীনুল ইসলাম, নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলাম, মীর্জা ফজলুল কাদের, তৌহিদুল হাসান, রিফাতুল করিম, সহকারী প্রকৌশলী রুবেল চন্দ্র দাশ, ইমরান হোসেন খোকা প্রমুখ।

চট্টগ্রামের উন্নয়নে খুশি জনগণ

চট্টগ্রামের বাণিজ্যিক সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা চট্টগ্রামের উন্নয়নে যে ব্যাপক কর্মযজ্ঞ চালাচ্ছেন তার সুফল পেয়ে খুশি চট্টগ্রামের জনগণ।

সোমবার নগরীর বিভিন্ন এলাকায় চলমান উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিদর্শনে গেলে নগরবাসীর সাথে মতবিনিময় করেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো. রেজাউল করিম চৌধুরী।

এসময় উন্নয়ন কাজ নিয়ে জনগণের মতামত জানতে চাইলে আনন্দবাজার দোকান মালিক সমিতির সভাপতি ইসহাক সওদাগর ও স্থানীয় ধলেশ্বরী দাশ বলেন, ৫০ বছরের জীবনে এত উন্নয়ন কর্মকাণ্ড আর কখনো দেখিনি। এলাকার প্রয়োজনীয় প্রায় সব রাস্তা করা হয়েছে। ভাঙা রাস্তা সংস্কার করা হয়েছে। আমরা সরকার ও চসিকের কার্যক্রমে খুশি।

এসময় এলাকার অনেকে জলাবদ্ধতা নিরসণ সম্পর্কে জানতে চাইলে মেয়র বলেন, চট্টগ্রামকে জলাবদ্ধতামুক্ত করতে মোট ৪টি প্রকল্প চলছে। এ প্রকল্পগুলো শেষ হলে নগরীর জলাবদ্ধতার সমস্যার সমাধান হবে। এছাড়া প্রধানমন্ত্রী চট্টগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে আড়াই হাজার কোটি টাকা বরাদ্দ দিয়েছেন। এ প্রকল্পের আওতায় পুরো নগরীর রাস্তা এবং ড্রেনেজ সিস্টেমকে ঢেলে সাজানো হচ্ছে।

মুনীরনগর ওয়াডের্র কাউন্সিলর আবদুল মান্নান মেয়রকে জানান, পুরো মুনীরনগরের জলাবদ্ধতা নিরসণে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়নে প্রকৌশলী আশিকুল ইসলামকে সাথে নিয়ে পুরো ওয়াডের্র ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে সব রাস্তার পাশে আরসিসি ঢালাই করা নালা ও স্ল্যাব গড়ে তোলা হচ্ছে। ফলে পুরো ওয়াডের্র বন্যার পানি রেলওয়ে খাল থেকে নিয়ে মহেশখালে নিয়ে যাওয়া হবে। ফলে এ প্রকল্প শেষ হলে মুনীরনগরে আর কোন জলাবদ্ধতা থাকবেনা।

পরে মেয়র হালিশহর, আনন্দবাজার, চৌচালা, আকবর থানাদার সড়ক পরিদর্শন করেন। এসময় মেয়র হালিশহর আনন্দবাজার আবর্জানাগারের পাশের আনন্দবাজার মহাশ্মশানের সংস্কারকাজ পরিদর্শনকালে স্থানীয়রা মধ্যম জেলেপাড়া মন্দির সংস্কারের দাবি জানালে মেয়র দ্রুত সংস্কারের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী আশিকুল ইসলামকে নির্দেশ দেন।

এসময় মেয়রের সাথে আরো উপস্থিত ছিলেন চসিকের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলাম, কাউন্সিলর শাহেদ ইকবাল বাবু, জিয়াউল হক সুমন, আবদুল মান্নান, মো. ইলিয়াস, প্রধান প্রকৌশলী রফিকুল ইসলাম মানিক, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী আকবর আলী, শাহীনুল ইসলাম সহ এলাকাবাসী।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮